তারিখ 28 MAR 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

সমকাল

# প্রাথমিক বৃত্তি বিলম্বিত

## বাড়ছে সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রাথমিক বৃত্তির ফলের জন্য অপেক্ষা করছে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র নাফিস ইসলাম। গত ডিসেম্বরে গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়ে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে। নাফিস ও তার পরিবারের সদস্যরা প্রত্যাশা করছে, অবশ্যই বৃত্তি পাবে সে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশার প্রহর ফুরাচ্ছে না। গত শনিবার নাফিসের বাবা নাজমুল ইসলাম সমকাল কার্যালয়ে ফোন করে জানতে চান, 'সমাপনীর ফল প্রকাশের পর প্রায় তিন মাস পেরোলেও প্রাথমিক বৃত্তির ফল প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন?'

সারাদেশে নাজমুল ইসলাম ও নাফিস ইসলামের মতো লাখ লাখ অভিভাবক-শিক্ষার্থী প্রাথমিক বৃত্তির ফলের অপেক্ষায় আছেন। তারা জানেন না, কেন ফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে শিক্ষকরাও রয়েছেন অন্ধকারে। রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী আফিয়া আফরিনের মা যূথিকা আহমেদ যূথি সমকালকে বললেন, 'প্রাধিকার অনুসারে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে পরবর্তী শ্রেণীতে টিউশন ফি দিতে হয় না। সে হিসেবে যারা এ বছর বৃত্তি পাবে, তাদের পুরো বছরের স্কুল বেতন ফ্রি। কিন্তু জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারির পর এখন মার্চ মাসও পার হতে চলেছে। এ তিন মাসের বেতন আমরা অভিভাবকরা ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়কে পরিশোধ করেছি। পরে বৃত্তির ফল প্রকাশের পর অনেকেই জানব, আমাদের সন্তান বৃত্তি পেয়েছে; কিন্তু বিদ্যালয়কে পরিশোধ করা টিউশন ফি তো আর ফেরত পাব না।'

**অধিদপ্তরের ভাষ্য :** কেন বৃত্তির ফল দিতে দেরি হচ্ছে? জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

# প্রাথমিক বৃত্তি বিলম্বিত

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

মো. আলমগীর গতকাল রোববার সমকালকে বলেন, 'এ বছর প্রাথমিক স্তরের বৃত্তির সংখ্যা বাড়ছে। বৃত্তির সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ বাড়ানোর কারণে হিসাব-নিকাশ করতেও একটু সময় লেগেছে।' তিনি বলেন, 'প্রাথমিক সমাপনীর ফল তৈরির পর আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) পাঠিয়ে দেই। মাউশি বৃত্তির ফল তৈরি করে। নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বাছাই করে মাউশি ফের তা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠিয়েছিল। এরপর অধিদপ্তর থেকে আমরা তা অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।' মহাপরিচালক জানান, মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ করতে পারবেন তারা।

**বৃত্তি পাওয়ার প্রতিযোগিতায় কারা :** ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই এবার প্রাথমিক বৃত্তি পাবে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় গত বছর ৩১ লাখ তিন হাজার ৩৭২ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে পাস করেছে ৩০ লাখ ৪৮ হাজার ৫৪০ জন। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে ২৮ লাখ ৩৯ হাজার ২৩৮। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৭ লাখ ৯৭ হাজার ২৭৪ জন। ইবতেদায়ি সমাপনীতে অংশ নিয়েছে দুই লাখ ৬৪ হাজার ১৩৪ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে দুই লাখ ৫১ হাজার ২৬৬ জন। এই দুটি সমাপনীতে জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই লাখ ৮১ হাজার ৪৫৩ জন। মূলত এই দুই লাখ ৮১ জনের মধ্যেই এবার বৃত্তির জন্য প্রতিযোগিতা হবে। তাদের মধ্যে থেকে ৮২ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

**বৃত্তির আওতা ও অর্থের পরিমাণ আরও বেড়েছে :** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রাথমিক বৃত্তি দিয়ে থাকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে, বৃত্তির আওতা বেড়ে যাওয়ায় এবার নতুন করে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী এর সুবিধা পাবে। একই সঙ্গে অর্থের পরিমাণ বাড়ানোর কারণে মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট উপকৃত হবে।

মাউশির সহকারী পরিচালক আশিকুল হক সমকালকে জানান, প্রাথমিক স্তরে দুটি ক্যাটাগরিতে বৃত্তি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ট্যালেন্টপুলে (মেধাবৃত্তি) পায় ২২ হাজার ও সাধারণ বৃত্তি ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী। এই ৫৫ হাজার শিক্ষার্থীর স্থানে নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে ৮২ হাজার শিক্ষার্থীকে এ বৃত্তি দেওয়া হবে। তাদের মধ্যে ৩৩ হাজার পাবে মেধাবৃত্তি। বাকি ৪৯ হাজার ছাত্রছাত্রী পাবে সাধারণ বৃত্তি।

প্রাথমিক বৃত্তির টাকার পরিমাণও বাড়ছে এবার। বর্তমানে বৃত্তিপ্রাপ্তদের এককালীন দেড়শ' টাকা দেওয়া হয়। চলতি বছর থেকে তা ২২৫ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়া মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে বর্তমানের ২০০ টাকার স্থলে ৩০০ টাকা ও সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তরা মাসিক দেড়শ' টাকার স্থলে ২২৫ টাকা পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানায়, সাধারণ ক্যাটাগরিতে সারাদেশের প্রতি ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড থেকে দুটি ছেলে এবং দুটি মেয়েকে সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়া হয়। তারা প্রতি মাসে পাবে ২২৫ টাকা। আর প্রতি উপজেলায় পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতি ১০০ জনের একজনকে মেধাক্রম অনুসারে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলে ওই বছরের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফল অনুযায়ী একটি মানদ ঠিক করে এ বৃত্তি দেওয়া হয়। ট্যালেন্টপুলে দেওয়া হবে মাসে ৩০০ টাকা।